বাংলাদেশের আগামী প্রজন্ম

২০১৫ ও ভবিষ্যৎ

আশাবাদী তরুণ প্রজন্ম
নেতৃত্ব দিবে সমৃদ্ধির পথে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায়

'নেক্সট জেনারেশন' বা 'আগামী প্রজন্ম' শীর্ষক গবেষণা সিরিজটির উদ্দেশ্য হল বাংলাদেশের তরুণদের মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গিকে জাতীয় নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে তুলে ধরা। ভবিষ্যতের বাংলাদেশ নিয়ে তরুণদের একটি স্বপ্ন রয়েছে। এই সিরিজের প্রতিবেদনগুলো আগামী প্রজন্মের অর্থাৎ তরুণদের মাঝে যে অপার সম্ভাবনা সুপ্ত রয়েছে তাকে জাগিয়ে তাদের স্বপ্নের ভবিষ্যৎ গড়তে অনুপ্রাণিত করার একটি প্রয়াস।

'আগামী প্রজন্ম' সিরিজের প্রথম প্রতিবেদনটি বাংলাদেশে প্রকাশিত হয় ২০১০ সালে ব্রিটিশ কাউন্সিলের তত্ত্বাবধানে। ভবিষ্যতের বাংলাদেশ ও তরুণ প্রজন্মের ভবিষ্যৎ ভাবনা তুলে ধরে প্রতিবেদনটি একটি প্রাণবন্ত ও অতি প্রয়োজনীয় আলোচনার সৃষ্টি করে। এটি ছিল তরুণদের উপর পরিচালিত প্রথম জাতীয় পর্যায়ের জরিপ যা সারা দেশের তরুণদের অবস্থা, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং মনোভাব গভীরভাবে খতিয়ে দেখে।

বাংলাদেশের 'আগামী প্রজন্ম ২০১০'-এর ধারাবাহিকতায় 'বাংলাদেশের আগামী প্রজন্ম: ২০১৫ ও ভবিষ্যৎ' নামক প্রতিবেদনটি তৈরী করা হয় যার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা। যেহেতু ইতিমধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে, সেহেতু এই প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশি তরুণদের ভাবনাকে অন্তর্ভূক্ত করা অত্যন্ত জরুরী। এই পরিস্থিতিতে 'বাংলাদেশের আগামী প্রজন্ম: ২০১৫ ও ভবিষ্যৎ' প্রতিবেদনটি এমন ৫টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর আলোকপাত করে যা তরুণদের জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। বিষয়গুলো হল: সুশাসন, আইন-শৃঙ্খলা, শিক্ষা ও কর্মসংস্থান, পরিবেশ এবং স্বাস্থ্য।

২০১৫ সালের প্রতিবেদনটি আগামী প্রজন্মের আশাবাদকে যথাযথভাবে ব্যক্ত করে। তারা দেশের বর্তমান সমৃদ্ধির ধারাকে সমর্থন করে এবং বিশ্বাস করে যে আগামী ১৫ বছরের মধ্যে বাংলাদেশ বর্তমান সময়ের চেয়ে আরও সমৃদ্ধশালী হবে। এক্ষেত্রে, কিছু প্রতিবন্ধকতাও আছে বলে মনে করে তরুণ প্রজন্ম। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, পর্যাপ্ত অবকাঠামোর অভাব, বেকারত্ব, দুর্নীতি ও অপর্যাপ্ত চিকিৎসা সেবা। যদিও তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সামাজিক বা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত থাকার বিষয়ে কিছুটা উদাসীনতা লক্ষ্য করা যায়, তথাপি তারা এমন একটি বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখে যেখানে গণতন্ত্র হবে সমুন্নত, থাকবে সমতা ও হবে পরিবেশবান্ধব। এমনই বাংলাদেশ তৈরির নেতৃত্বে থাকতে চায় তারা।

এই গবেষণাধর্মী প্রতিবেদনটিতে বর্ণিত সকল তথ্য-উপাত্তের সাথে তরুণ প্রজন্মের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভাবনাভিত্তিক অন্যান্য গবেষণার সামঞ্জস্য রয়েছে। তবে এই প্রতিবেদনটি তরুণ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন দিক নিয়ে গভীর পর্যালোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত এবং সম্ভাব্য সমাধানও উঠে এসেছে, যা এই প্রতিবেদনটিকে তুলনামূলকভাবে একটি অনন্য অবস্থানে রেখেছে।

ব্রিটিশ কাউন্সিল, একশনএইড বাংলাদেশ ও ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ-এর যৌথ উদ্যোগে এই গবেষণাটি পরিচালনা করেছে নিয়েলসেন কোম্পানি বাংলাদেশ। যথাযথ তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করেছে ইন্সটিটিউট অব ইনফরমেটিক্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইআইডি)।

এই গবেষণাটিতে তথ্য সংগ্রহের জন্য দেশব্যাপী জরিপ পরিচালনার পাশাপাশি সাক্ষাৎকার এবং দলীয় আলোচনার আয়োজন করা হয়।

তথ্যের উৎস

৫০০০
তরুণের (১৫-৩০ বছর) অংশগ্রহণে জরিপ

১৫টি
নিবিড় সাক্ষাৎকার

১৮টি
দলীয় আলোচনা

উত্তরদাতাদের আঞ্চলিক- বিন্যাস

২০%
শহরাঞ্চলে

৪%
শহরতলীতে

৭৬%
গ্রামাঞ্চলে

১

বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে তরুণ প্রজন্ম আশাবাদী

তরুণ প্রজন্মের মতে, আজ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে বাংলাদেশ হবে-

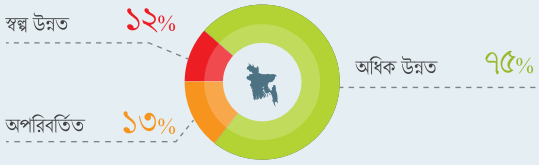

গত ৫ বছরে বাংলাদেশে তরুণদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ-

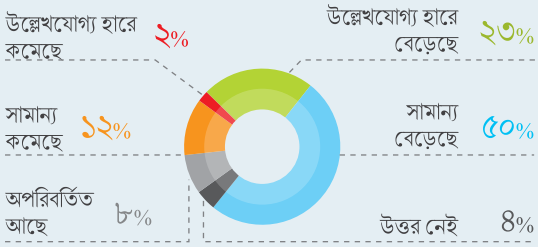

গত বছরের তুলনায় তরুণদের অর্থনৈতিক অবস্থা-

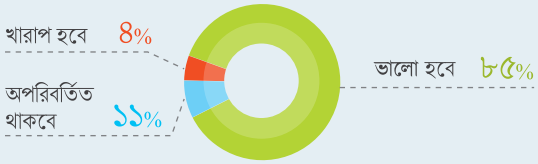

তরুণরা মনে করে যে বাংলাদেশ সার্বিকভাবে-

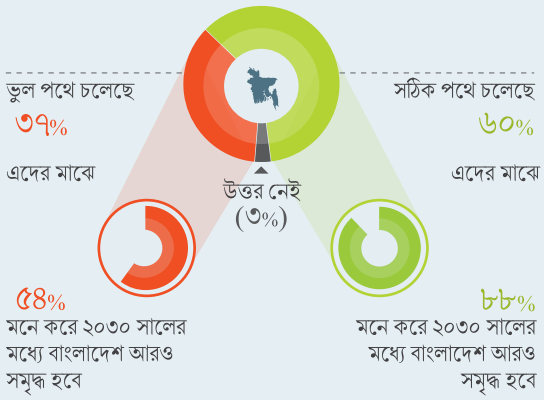

* প্রতিবেদনে উল্লেখিত সংখ্যাগুলো জরিপে অংশগ্রহণকারী তরুণদের শতকরা হারকে প্রকাশ করে

২

যে সকল বিষয়গুলো এখনও উদ্বেগজনক

বাংলাদেশ যেসব প্রধান সমস্যার সম্মুখীন

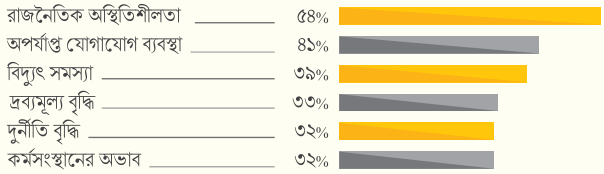

শহরাঞ্চলের তরুণরা অধিক উদ্বিগ্ন যেসব বিষয়ে-

রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা (৬৫%)
দুর্নীতি (৪২%)

গ্রামাঞ্চলের তরুণরা অধিক উদ্বিগ্ন যেসব বিষয়ে-

অপর্যাপ্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা (৪৫%)
বিদ্যুৎ সমস্যা (৪০%)

দেশের প্রধান কিছু প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পর্কে তরুণদের ধারণা

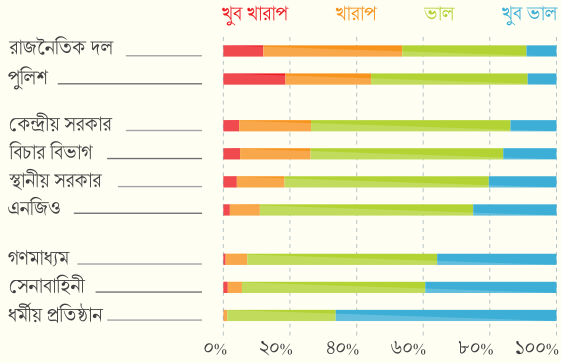

৬৬% তরুণ এবং ৫৩% তরুণী যৌনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়ে সচেতন

তরুণদের মাঝে মাদক সেবনের প্রধান কারণসমূহ-

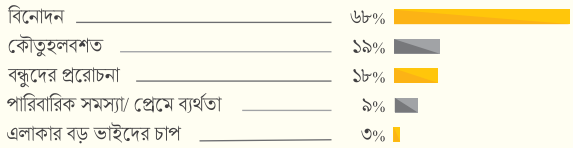

৩

সামাজিক সংঘাতের মূলে রয়েছে অর্থনৈতিক সমস্যা ও বেকারত্ব

যে ৫টি কারণে সমাজে সংঘাত সৃষ্টি হয়-

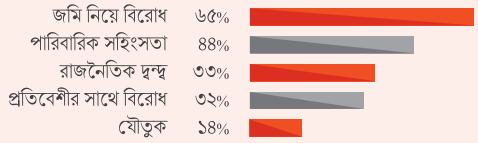

৫টি কারণে তরুণরা সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে-

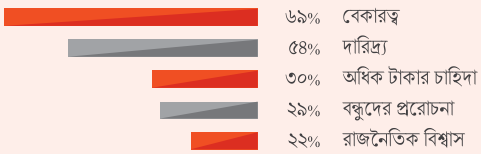

সবচেয়ে বেশি সহিংসতার শিকার হন-

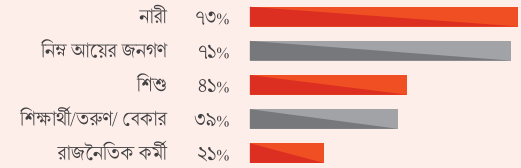

এলাকায় দ্বন্দ্ব সমাধানে ভূমিকা রাখেন-

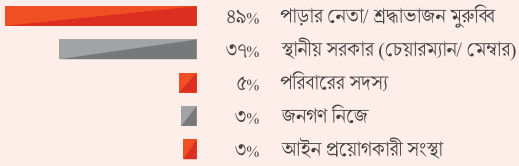

৬% তরুণ ব্যক্তিগতভাবে বৈষম্যের শিকার হয়েছে। বৈষম্যের প্রধান কারণসমূহ-

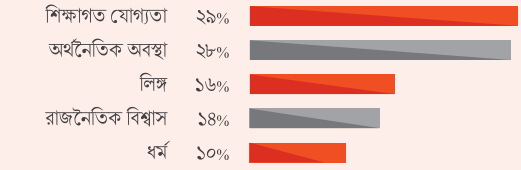

৪

শিক্ষাই ক্রমবর্ধমান বেকারত্বের সমাধান দিতে যথেষ্ট নয়

৬২% তরুণ গত ১২ মাসে উপার্জন করেনি

এদের মাঝে ৬৬% নারী এবং ৩৪% পুরুষ

তরুণরা কর্মক্ষেত্রে দেরিতে যোগদান করে

২৫-৩০ বছর বয়সী ৪৮% তরুণ গত ১২ মাসে উপার্জন করেনি

যে খাতগুলোতে চাকরির সুযোগ বেড়েছে-

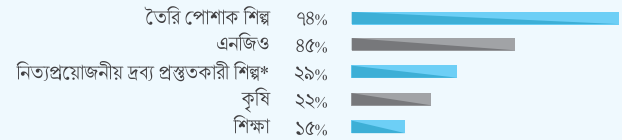

শিক্ষা তরুণদের চাকরি বাজারের জন্য প্রস্তুত করেছে-

চাকরির জন্য শিক্ষার চেয়ে অভিজ্ঞতা বেশি প্রয়োজন-

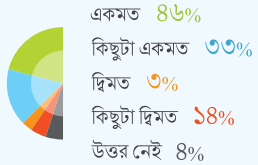

শিক্ষার মান সন্তোষজনক-

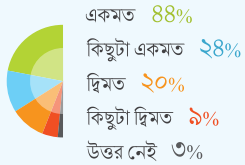

শিক্ষা ব্যবস্থায় তথ্যপ্রযুক্তির ওপর যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করা হয়নি-

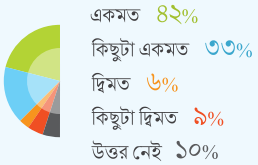

শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে তরুণদের পরামর্শ-

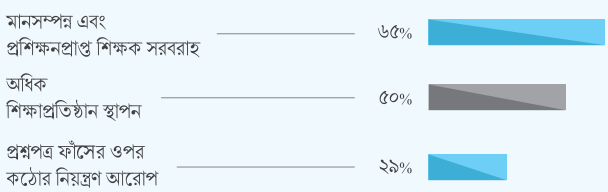

* নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য বলতে বোঝায় দৈনন্দিন ব্যবহার্য যেমন প্রসাধনী, কোমল পানীয় জাতীয় স্বল্পমূল্যের জিনিসপত্র।

ব্যবসা উদ্যোগে এবং নাগরিক সম্পৃক্ততায় তরুণদের অংশগ্রহণ অপেক্ষাকৃত কম

৭৫% তরুণ মনে করে ব্যবসা ঝুঁকিপূর্ণ

৫৯% তরুণ মনে করে ঋণ পাওয়া কঠিন

তরুণরা কি তাদের নিজেদের ব্যবসা পরিচালনা করতো/করে?

হ্যাঁ ১২%

না ৮৮%

(যাদের নিজেদের ব্যবসা রয়েছে/ছিল), তাদের ব্যবসার ধরণ

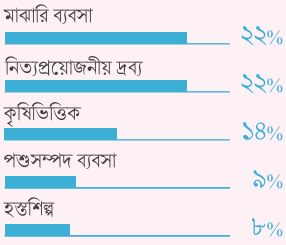

(যাদের ব্যবসা শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে)

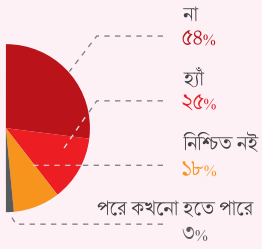

যাদের ব্যবসা আছে তারা যেসব প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়-

যাদের পরিকল্পনা রয়েছে তারা যে ধরনের ব্যবসা শুরু করতে চায়-

তরুণদের মাঝে সামাজিক-রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা কম-

১০% তরুণ স্থানীয় কোনো সমস্যা সমাধানে কাজ করেছে

১৩% তরুণ গত ১২ মাসে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত হয়েছে

সামাজিক সংগঠনে তরুণদের অংশগ্রহণ-

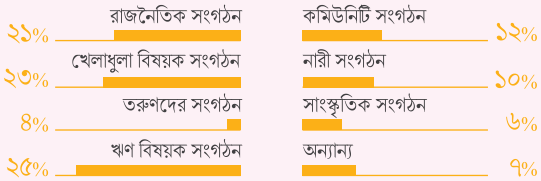

জলবায়ু পরিবর্তন আঞ্চলিক পর্যায়ে উদ্বেগের কারণ

অঞ্চলভেদে পরিবেশ বিষয়ক উদ্বেগে ভিন্নতা দেখা যায়

বিভিন্ন বিভাগে তরুণদের মাঝে যারা পরিবেশের পরিবর্তন লক্ষ্য করেছে (%)-

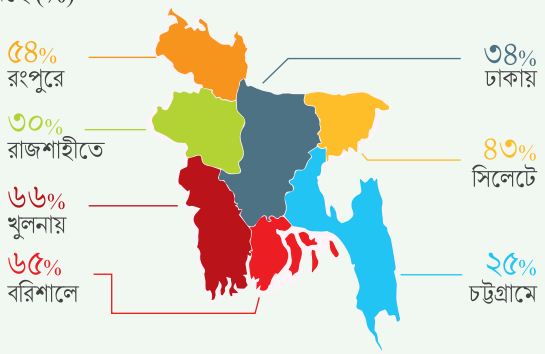

পরিবেশ পরিবর্তনের প্রভাব সরাসরি যেসব তরুণদের উপর পড়েছে-

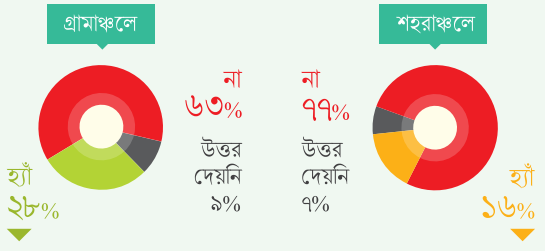

উল্লেখযোগ্য প্রভাবসমূহ ছিল-

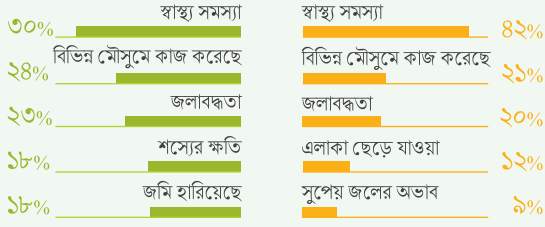

উল্লেখযোগ্য প্রভাবসমূহ ছিল-

পরিবেশ রক্ষায় যেসব প্রতিষ্ঠান কাজ করে-

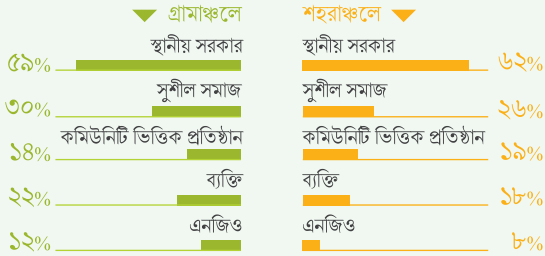

তরুণরা চায় বাংলাদেশকে সমৃদ্ধির পথে নেতৃত্ব দিতে

৮৯% তরুণ মনে করে সমাজের বিভিন্ন স্তরে তাদের নেতৃত্ব থাকা জরুরি

রাজনৈতিক ও জাতীয় বিষয়ে তরুণরা-

জাতীয় নির্বাচনে তরুণদের অংশগ্রহণ-

২০১৪ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণ-

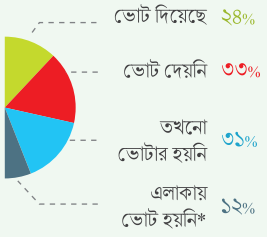

আগামী নির্বাচনে অংশগ্রহণের পরিকল্পনা-

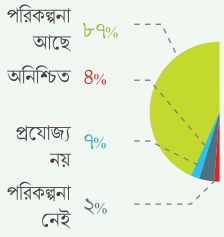

৮৫% তরুণ বিশ্বাস করে, তরুণরাই বাংলাদেশকে সমৃদ্ধশালী করবে। এই বিশ্বাস কোন রাজনৈতিক অথবা গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় বিষয় সম্পর্কিত নয়

যারা এমনটি বিশ্বাস করে তারা রাজনৈতিক বা জাতীয় বিষয়ে-

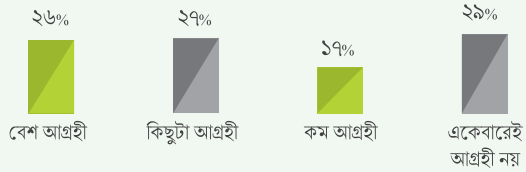

৮৭% তরুণ এমন রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করবে যার তরুণদের নিয়ে ভাল পরিকল্পনা রয়েছে।

* প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হয়েছেন

তরুণদের স্বপ্ন: গণতান্ত্রিক, সবুজ এবং সমতার বাংলাদেশ

তরুণদের কাছে যে বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ-

স্বাস্থ্যসেবা

৯৯%
তরুণ চায় ভাল স্বাস্থ্যসেবার সুবিধা

৯৯%
তরুণ চায় মানসম্মত শিক্ষা

মানসম্মত শিক্ষা

নিরাপত্তা

৯৬%
তরুণ চায় নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা

৯৮%
তরুণ চায় সৎ এবং প্রতিক্রিয়াশীল সরকার

সুশাসন

কর্মসংস্থান

৯৫%
তরুণ চায় কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা

৮২%
তরুণ বিশ্বাস করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চেয়ে গণতন্ত্র অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ

গণতন্ত্র

পরিবেশ

৮৭%
তরুণ বিশ্বাস করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চেয়ে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ

৮১%
তরুণ মনে করে শিক্ষাক্ষেত্রে নারী-পুরুষ বৈষম্য দূরীকরণে মেয়েদের বেশি বৃত্তি প্রদান করা উচিত

সমতা

জরিপ সম্পর্কিত তথ্য

উত্তরদাতাদের আঞ্চলিক বিন্যাস

বাংলাদেশের ৭টি বিভাগ ও ৬৪টি জেলায় জরিপ করা হয়েছে যার মধ্যে -

উত্তরদাতাদের বয়স এবং লিঙ্গভিত্তিক বিন্যাস

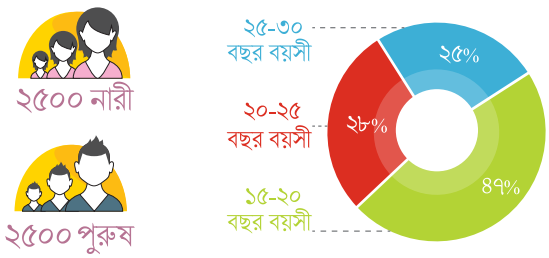

উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতাভিত্তিক বিন্যাস

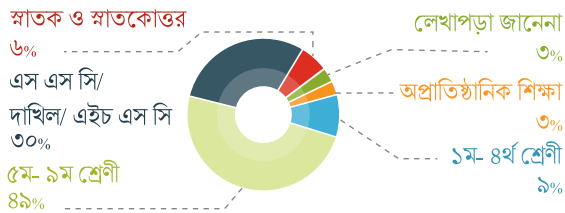

নীতি সম্পর্কিত তথ্যাদি

তরুণরাই জাতির সবচেয়ে উজ্জ্বল, সৃষ্টিশীল ও উদ্যমী শক্তি। তারা একটি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক এবং তারাই পারে সমগ্র বিশ্বকে একত্রিত করতে। পুরো বিশ্বে তরুণদের সংখ্যা এখন প্রায় ১৮০ কোটিতে পৌঁছেছে- যা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ। এই বিশাল সংখ্যক তরুণদের সম্ভাবনা বিবেচনা করে সাম্প্রতিক বৈশ্বিক উন্নয়ন এবং পরিকল্পনায় তাদের অন্তর্ভূক্তিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের ১৫ কোটি ৮০ লাখ মানুষের মধ্যে এক তৃতীয়াংশই তরুণ যাদের বয়স ১৫ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। তরুণদের সম্ভাবনা বিবেচনা করে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সংবিধানের ১৫ নং অনুচ্ছেদে (দ্বিতীয় অংশ) এই উৎপাদনশীল শক্তিকে দেশের সকল পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দুতে রাখা হয়েছে।

এ বছর শেষ হতে যাওয়া সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ধারাবাহিকতায় নেয়া টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা আগামী বছরগুলিতে বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে চালিত করবে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় এমন কিছু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে যার কেন্দ্রবিন্দুতেও রাখা হয়েছে তরুণ প্রজন্মকে। সকলের জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষা, সুস্বাস্থ্য, পূর্ণকালীন ও কার্যক্ষম কর্মসংস্থান এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মত বিষয়গুলোকে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে যা তরুণদের জীবনের ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলে । আগামী প্রজন্মের এই গবেষণাটিতেও একই বিষয়গুলো বাংলাদেশের তরুণদের মূল উদ্বেগের কারণ হিসেবে উঠে এসেছে।

সুতরাং, ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীসহ সকল স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী কিংবা বাৎসরিক পরিকল্পনায় তরুণদের এসব ভাবনা, আশা-আকাংক্ষা ও সমস্যাগুলো বিবেচনায় রাখা অত্যন্ত জরুরী। এতে একদিকে যেমন রাষ্ট্রের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা পূর্ণ হবে, তেমনি তা দেশের উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে বাংলাদেশকে তরুণ প্রজন্মের স্বপ্নের দেশে রূপান্তর করতে সাহায্য করবে।

BRITISH COUNCIL
ULAB UNIVERSITY OF LIBERAL ARTS BANGLADESH
actionaid

গবেষণা প্রতিবেদন
ও তথ্যচিত্রায়নে
IID